

মুসলিম উম্মাহর প্রতি ইমারাতে ইসলামী আফগানিস্তানের আমীর

শাইখুল হাদিস মৌলবি হেবাতুল্লাহ আখুন্দজাদাহ হাফিজাহুল্লাহর পক্ষ থেকে

১৪৩৯ হিজরী /২০১৮ ইংরেজি

ঈদবার্তা

১৪৩৯ হিজরির ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তানের সম্মানিত আমীর

আমীরুল মু’মিনীন শাইখুল হাদীস মৌলভি হেবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা (হাফিজাহুল্লাহ) এর পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর প্রতি

ঈদবার্তা

অনুবাদ ও প্রকাশনা

النصر
AN-NASR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه، ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد!

قال الله تعالى: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا.

সম্মানিত মুমিন-মুসলমান ও মুজাহিদগণ! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

সর্বপ্রথম আপনাদের ঈদুল ফিতরের মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেন আপনাদের রোযা, ইবাদত এবং সকল নেক আমল কবুল করে নেন, আমীন।

ঈদের খুশির সাথে সাথে সাম্প্রতিক জিহাদী বিজয়সমূহেরও মোবারকবাদ জানাচ্ছি। 'আল-খন্দক' অপারেশনের শুরু থেকেই বিভিন্ন এলাকায় একাধিক জেলা মারকাজে অনেক বড় বড় শহর মুজাহিদগণের হস্তগত হয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা ইমারতে ইসলামীকে শত্রুদের হামলার মোকাবেলায় অটল ও অনঢ় থাকার তৌফিক দিয়েছেন। হানাদার মার্কিন বাহিনীর অনেক কৌশলকে অকৃতকার্য করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা যেন সাধারণ মুমিন ও মুজাহিদদের চেষ্টা-সাধনা, কুরবানী এবং সকল শহীদানের শাহাদাত কবুল করেন, আহতদের পরিপূর্ণ ও দ্রুত সুস্থতা দান করেন এবং বন্দী মুজাহিদদের মুক্তি দান করেন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা!

ঔপনিবেশিক দখলদারদের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ ধর্মীয়, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবতার নিয়মের পরিপূর্ণ অনুসরণ করে চলছে। আমাদের লক্ষ্যের মূল কথা হল, আমাদের মুসলিম সম্প্রদায় যেন নিজেদের ইসলামী সভ্যতা মোতাবেক ইসলামী শাসনের ছায়াতলে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের জালেম আমেরিকান তাগুত ও তার দোসররা তাদের নোংরা সভ্যতা আমাদের উপর চাপিয়ে

দিতে চায়। আমাদের ভূমিকে দখল করে সেনাঘাটি হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আমদের জীবনের মৌলিক অধিকার - 'স্বাধীনতা' ছিনিয়ে নিতে চায়।

আফগানীদের অত্যাচার করতে আমেরিকান দখলদাররা মানসিক নির্যাতন বা পাশবিকতার ক্ষেত্রে সামান্যতম ছাড় দেয় না। আমাদের গ্রাম, শহর, মসজিদ, মাদরাসা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বোমা মারা হচ্ছে। শহরবাসীদের হত্যা করা হচ্ছে। তাদেরকে ঘর-বাড়ি ছাড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। হাজারো আফগানীকে বিভিন্ন জেলে ভয়ানক শাস্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। ঔপনিবেশকরা নিজেদের সকল প্রকার আইনি জবাবদিহিতা থেকে মুক্ত রেখেছে। ফলে তাদের নিকট কেউ কোন কিছুর জবাব চাইতে পারে না। তাছাড়া মার্কিন ঔপনিবেশকরা আফগানিস্তানে ফিতনা, চরিত্রহীনতা, জাতীয়তাবাদ, বৈষম্য ও বিভিন্ন ধরনের বিশৃঙ্খলার জন্ম দিতে চাচ্ছে। আমাদের এলাকার মূল্যবান সম্পদগুলো লুট করার পায়তারা করছে। তাদের ঔপনিবেশিক লক্ষ্য অর্জন করতে এখানে নতুন নতুন সশস্ত্র দল তৈরি করছে। তারা আমাদের দেশকে আমাদের প্রতিবেশীদের এবং সর্বোপরী এই পুরো ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চায়। যদি মার্কিন ঔপনিবেশকদের ভয়াবহ এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হতে দেয়া হয় তাহলে সকল মুসলিম দেশ বিশেষ করে আফগানিস্তান ও আফগানী জনগণ এমন পরিস্থিতিতে পরে যাবে যা থেকে মুক্তির কোন পথ থাকবে না।

এ সকল মুসিবত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল, আমেরিকা ও তাদের অন্যান্য দোসর হানাদার বাহিনীকে আফগানিস্তান থেকে বের করে দেয়া। এখানে আফগান জনগণের আশা অনুযায়ী ইসলামী ও নিজস্ব সরকার চালু করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্যই আমাদের জিহাদ শুরু হয়েছে। এ লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য আমরা সশস্ত্র যুদ্ধের সাথে সাথে চিন্তাধারা এবং আলোচনার টেবিলও উন্মুক্ত রেখেছি। এরই ধারাবাহিকতায় কাতারে ইমারতে ইসলামীর রাজনৈতিক অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

যদি আমেরিকা সত্যি সত্যিই এই আফগান যুদ্ধের ব্যাপারে একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানে বিশ্বাস করে তাহলে তাদের সরাসরি আলোচনার টেবিলে বসতে হবে, যাতে অত্যাচারের এ নির্মমতাকে শেষ করা যায়- যা প্রকৃত অর্থে আমেরিকান ও আফগান নাগরিকরা ভোগ করছে।

মার্কিন শাসকদের একটি বড় ভুল হল, তারা সবক্ষেত্রেই শক্তি ব্যবহার করে থাকে। অথচ সব জায়গায় শক্তি প্রয়োগ কল্যাণ বয়ে আনে না। মুসলমান হিসেবে আমাদের এ অধিকার আছে যে, সম্ভাব্য সকল জায়েয পন্থায় হানাদার বাহিনীকে আমাদের দেশ থেকে বিতারিত করব। যদি অতীতে বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ জায়েয ও সঠিক হয়ে থাকে তাহলে আজও আমেরিকার বিরুদ্ধে আমাদের জিহাদ তেমনি জায়েয ও সঠিক। অতীতের বহিরাক্রমণকে ভুল আর বর্তমানের আক্রমণকে সঠিক ভাবার কোন সুযোগ নেই।

আফগান আলিমদের প্রতি আমার বিশেষ আবেদন হল, আমেরিকা ও তার দোসর-অন্যান্য সকল সংস্থা আজ পরাজিত হয়েছে। এখন তারা আলিমদের নাম ব্যবহার করে নাজায়েয ফায়েদা অর্জন করতে চাচ্ছে। আপনাদের ইতিহাস এবং নিষ্কলুষ ভাবমূর্তিকে কলুষিত করতে চাচ্ছে। সাধারণ মুমিন-মুসলমানের হৃদয়ে আপনাদের অবস্থান ও সম্মানকে নিঃশেষ করে দিতে চাচ্ছে। সুতরাং, উলামায়ে কেরামদের অনেক সচেতন থাকতে হবে। আল্লাহ না করুন- শত্রুরা যেন আন্তর্জাতিক বৈঠকে আলিমদের অংশগ্রহণের কোন প্রকার নাজায়েয ফায়দা অর্জন করতে না পারে। কেননা এর ক্ষতি বিশ্বের বুকে যারা ইসলামের স্বাধীনতার জন্য লড়ছে তাদের নিশ্চিতভাবে গ্রাস করবে, কারণ শত্রুপক্ষ এখন আফগানিস্তানের এ যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে চাচ্ছে।

হে আফগান মুজাহিদ জনগণ!

হানাদার বাহিনী যুদ্ধের ময়দানে সকল জায়গায় তোমাদের কাছে পরাজিত হয়ে আজ দিশেহারা। শত্রুরা কেবল মিডিয়ার জোরে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রোপাগান্ডা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারা কখনো মুজাহিদদের সন্ত্রাসী বলছে, কখনো বা তাদের প্রতিহত করতে বিভিন্ন অপারেশনের ভিত্তিহীন নাম দিচ্ছে। কিন্তু বাস্তবতা হল, মুজাহিদগণ আপনাদের ভাই বা সন্তানতুল্য এবং আপনাদের ধর্ম ও দেশের হেফাজতকারী। শত্রুদের পৃষ্ঠপোষক মিডিয়া যাই বলুক না কেন বাস্তবতা তো আপনাদের জানাই আছে। এজন্য শত্রুদের প্রোপাগান্ডায় বিশ্বাস করবেন না। নিজেদের ইলম ও বিচারবুদ্ধির উপর বিশ্বাস রাখুন। ইমারতে ইসলামীর ইচ্ছা কেবল এটিই যে, আপনাদের জীবন কুরআনে কারীমের হেদায়াতের আলোকে আলোকিত হোক। মৌলিক শিক্ষা, শরীয়তের শাসন,

স্বাধীনতা, মর্যাদা, আভিজাত্য ও নিরাপত্তায় জীবন পরিপূর্ণ হয়ে যাক। আগামী প্রজন্ম যেন কুফুরী হামলার এ ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকতে পারে। পাশাপাশি, আমরা দ্বীনি ও জাগতিক শিক্ষাকে আফগান সমাজের সফলতার জন্য জরুরী মনে করি।

আল্লাহর সাহায্যে আমরা আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকায় দৃষ্টান্তমূলক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছি এবং সাধ্যানুযায়ী সাধারণ জনগণের আরাম, শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। ভবিষ্যতের ব্যাপারে দেশবাসীকে এ আশ্বাস দিতে চাই যে, ইনশাআল্লাহ দেশের ভবিষ্যত দ্বীন ও স্বাধীনতার আলোয় উজ্জল হবে।

ইমারতে ইসলামীর লক্ষ্য হল, আফগান জনগণ নিজ পায়ে দাঁড়াবে, সাধারণ জনগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হবে, দেশীয় অর্থনীতি উন্নত হবে, জনসাধারণ নিজ দেশেই হালাল রিযিক উপার্জনের সহজ পথ পাবে। আমরা অর্থের দিক থেকে সকল সাবলম্বী ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী ও শ্রমিক ভাইদের মনযোগ আকর্ষণ করছি যে, পুরো আফগানিস্তানে বিশেষ করে মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণাধীন এলাকাগুলোতে আমরা চাষাবাদ ও এ সংক্রান্ত বিষয়গুলো উন্নত করব। কল-কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা হাতে নিন। ইমারতে ইসলামী এ ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতা করবে ইনশাআল্লাহ।

ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তানের নিকট সকল নাগরিকদের জান-মালের নিরাপত্তার বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক বিষয়। ইমারত জনসাধারণকে আশ্বাস দিচ্ছে যে, জনগণের ক্ষতি রোধে সর্বশক্তি ব্যয় করা হবে। (ইনশাআল্লাহ)

ইসলামে নিরাপরাধ মুসলমানকে হত্যা করা শিরকের পরে অন্যতম বড় গুনাহ। তাই কোন সাধারণ ঈমানদারও চায় না তার দ্বারা এমন অপরাধ সংঘটিত হোক। আর ইমারতে ইসলামিয়াহ আফগানিস্তানের মুজাহিদীনরা আল্লাহ তা' আলার সন্তুষ্টির জন্য জিহাদের এই কঠিন জীবন অতিবাহিত করছে। ফলে তাদের দ্বারা এমন কাজ কখনও সম্ভব নয় যা আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ হয়। আর হামলায় যে সকল সাধারণ নাগরিক নিহত হয় তারা প্রকৃতপক্ষে শত্রুদের হাতেই মারা যায়। পরে শত্রুবাহিনীরা এটার মাধ্যমে কূটচক্রান্ত করে, যেন এর মাধ্যমে জিহাদী কার্যক্রমকে দুর্বল, কমজোর

ও বদনাম করা যায়। এজন্যই তারা এই বিষয়টাকে হাইলাইট করে শিরোনাম দিয়ে মুজাহিদদের ব্যাপারে মিথ্যা প্রোপাগান্ডা ছড়ায়। তাই সকল নাগরিকদের জন্য আবশ্যক হল প্রতিটি ঘটনাকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা। যেন তারা শত্রুদের মিথ্যা প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্তির শিকার না হন।

আমরা শত্রুদের শিবিরে অবস্থানরত সৈন্য, সরকারী কর্মকর্তা, সাধারণ কর্মী ও তাদের পক্ষাবলম্বনকারী সাধারণ জনতাকে এই বার্তা দিচ্ছি যে, আপনারা তো এই ভূখণ্ডেরই বাসিন্দা। আপনাদের পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষ সকলেই মুসলমান এবং কুরআন সুন্নাহর অনুসারী ছিলেন। তাই আপনাদের জন্য কিছুতেই উচিৎ হবে না ঐ সকল হানাদার ও জবরদখলদারদের সঙ্গ দিয়ে দ্বীনের মুজাহিদদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। তারা আমাদের ইসলাম, কুরআন ও শরিয়তের দুশমন। তারা আমাদের ভূখন্ড জবরদখল করেছে এবং আমাদের মুসলিম ভাইদের উপরও নির্যাতনের স্টিমরোলার চালাচ্ছে। আর আপনাদের সাথে আমাদের বিরোধিতার মূল কারণ এটিই। আপনারা যদি তাদের থেকে সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেন তাহলে আমাদেরকে ঈমানের বন্ধনে আবদ্ধ ভাই হিসেবেই পাবেন যেমনটা অপনারা বিগত দিনগুলোতে দেখেছেন। যে সকল যোদ্ধারা শত্রুদের শিবির ছেড়ে এসেছে, দ্বীনের মুজাহিদীন তাদেরকে খোশ-আমদেদ জানিয়ে গ্রহণ করেছেন। যুদ্ধবন্দীদের নিরাপদ ব্যবস্থা করে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন। তারা আপনাদেরও জান ও মালের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিবেন।

সুতরাং, আমেরিকানদের সহায়তায় নিহত হওয়ার পূর্বেই দুনিয়া ও আখেরাতে মুক্তির ব্যাপারে গভীরভবে চিন্তা করে নিন। ভাল হবে সময় থাকতেই হানাদারদের কাতার থেকে নিজেকে আলাদা করে নেয়া।

আর আমেরিকা তার দূতাবাসকে গায়ের জোরে মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল মুকাদ্দাসে স্থানারিত করে ইসলাম, উম্মাতে মুসলিমাহ এবং ইসলামের পবিত্র নিদর্শনাবলীর প্রতি তার বিদ্বেষকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছে। আমরা এমন পদক্ষেপের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল আকসার লড়াইকে পুরো উম্মাহর লড়াই মনে করতে হবে। বাইতুল মুকাদ্দাসকে ইসলামী বিশ্বের অমূল্য ভূখন্ড মনে করতে হবে।

সবশেষে, আমাদের মুজাহিদীন ও স্থানীয় কর্মকর্তাদের প্রতি বার্তা হল, আপনারা নিজেদের দায়িত্ব পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ নিয়তে আন্তরিকতার সাথে উত্তম পন্থায় পালন করুন।

আর যে সকল শহর মুজাহিদদের নিয়ন্ত্রণে আছে, সেখানে মুজাহিদদের জন্য বড় পরীক্ষার বিষয় হল, তারা কি দ্বীন মোতাবেক মুসলিম জনতার খেদমত এবং ইসলামী আদালত অনুযায়ী ন্যায়, ইনসাফ আর ফায়সালা করছে কি না?

আমাদের সকলকে আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাব দিতে হবে। আর প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব ও অধিনস্তদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। আর আল্লাহ তা'আলা সবকিছুই দেখেন এবং সব বিষয়ে খবর রাখেন। সুতরাং, আমাদের বিষয় কেবল আল্লাহ তা'আলার জন্যই এবং আমরা শুধু আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিকুলের খেদমত উত্তম পন্থায় করব। সাধারণ লোকদের সাথে উত্তম আচরণ, নম্র ব্যবহার, বিনয়ী, ও সহনশীলতাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করব। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত মু'আজ ইবনে জাবাল (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে বলেন,

إتق الله حيثما كنت، إتبع السيئة الحسنة يمحها و خالق الناس بخلق حسن. رواه يرمذى-

অর্থাৎ তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহকে ভয় কর। মন্দকে ভাল জিনিসের দ্বারা মিটিয়ে দিবে (অর্থাৎ গোনাহ হয়ে গেলে তার পরে নেকের কাজ করে নিবে)। মানুষের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহার করবে।

দায়িত্বশীল সকলের জন্য জরুরী যে, তারা সাধারণ জনগনের খেদমত এবং অধীনস্তদের হক আদায় করাকে নিজেদের দায়িত্ব মনে করবে। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الا كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته- رواه البخارى و مسلم

"তোমরা সকলেই দায়িত্বশীল, প্রত্যেককে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সুতরাং, ইমাম দায়িত্বশীল, তাকে তার দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঘরের কর্তাকে তার পরিবারের দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।"

পরিশেষে, আমি আবারও সকলকে পবিত্র ঈদুল ফিতরের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমার সকল মুজাহিদীন ভাই ও জনগণের কাছে একটি দাবি হল, আপনারা দরিদ্র, অনাথ, বিধবা, দরিদ্র মুসলমান ও বন্দী ভাইদের পরিবারদেরকে ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করবেন না। তাদের কথা ভুলে যাবেন না। তাদের সাহায্য করুন, যাতে তারাও ঈদ উদযাপন করতে পারেন এবং ঈদের আনন্দ থেকে বাদ না পড়েন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

আমীরুল মু’মিনীন শায়খুল হাদিস মৌলভি হেবাতুল্লাহ আখুন্দজাদা

(হাফিজাহুল্লাহ)

প্রধান আমীর

ইমারতে ইসলামী আফগানিস্তান

২৭ রমজানুল-মুবারক ১৪৩৯ হিজরী